একটি শুদ্ধ নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুতকরণের জন্য পরিবারের বিস্তৃত বংশলতিকা দাখিল করার প্রয়োজনীয়তা

কোন অসাধু ব্যক্তির দ্বারা আপনার বংশের লিগেসির অপব্যবহার রোধ করতে বংশলতিকার বিস্তৃত বিবরণ পরীক্ষণকারী আধিকারীকদের দাখিল করুন

বংশলতিকা কি ?

বংশলতিকা হল আপনার পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মের বিবরণ যেখানে অন্তর্ভুক্ত হবে লিগেসি ব্যক্তির সন্তান এবং নাতি-নাতনীর নাম এবং ঠিকানা।

আবেদনকারীদের বংশলতিকার বিবরণ কেন দাখিল করতে হবে ?

- কোন অসাধু লোক রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ (মধ্যরাত্রি) পর্য্যন্ত অসম / ভারতের যেকোন জায়গায় বসবাস করার প্রমাণ থাকা ব্যক্তির বংশের সংগে নিজের সম্বন্ধ থাকার অসত্য দাবী উত্থাপন করতে পারে।
- এধরণের অসত্য দাবী চিহ্নিত করতে সম্পর্কের যোগসূত্রগুলো ভাল করে পরীক্ষণ এবং পুনঃ পরীক্ষণ করার প্রয়োজন আছে।
- গৃহীত আবেদনপত্রগুলো পরীক্ষা করে কম্পিউটার দ্বারা পরিবারের বংশলতিকা প্রস্তুত করার জন্য সফ্‌টওয়ের তৈরী করা হয়েছে অর্থাৎ একজন লিগেসি ব্যক্তির সন্তান / নাতি-নাতনী বলে দাবী করা সব আবেদনকারীর বিবরণ এখানে থাকবে। অসত্য দাবীগুলো শনাক্ত করতে পরীক্ষণকারী আধিকারীক দ্বারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরিবারের বংশলতিকার বিস্তৃত বিবরণ আগেই সংগ্রহ করা হবে। এটাকে ম্যানুয়েল বংশলতিকার তথ্য সংগ্রহ বলা হয়। এরপর কম্পিউটারসম্ভূত পরিবারের বংশলতিকার সংগে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সংগ্রহ করা পরিবারের ম্যানুয়েল বংশলতিকা মিলিয়ে দেখা হবে। যদি সফ্‌টওয়েরসম্ভূত বংশলতিকায় কোন ব্যক্তির সংগে ৬ জন ভাই / দাদার সম্পর্কের যোগসূত্র দাবী করা হয় কিন্তু সেই পরিবারটি সেই লিগেসি ব্যক্তির ৫ জন পুত্র থাকা বলে উল্লেখ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে পরীক্ষণকারী আধিকারীক তথাকথিত ষষ্ঠ ব্যক্তির দাবী (যার নামের উল্লেখ পরিবারের ম্যানুয়েল বংশলতিকায় নেই) সহজেই অসত্য বলে শনাক্ত করবেন।
- পরিবারের ম্যানুয়েল বংশলতিকা আগেই সংগ্রহ করে নেওয়ার ফলে কোন দুষ্ট চক্র আপনার বংশলতিকার সংগে সম্পর্কের অসত্য দাবী জানানো অসাধু লোক থেকে টাকা-পয়সা দাবী করতে পারবেন না।
- এন আর সি কর্তৃপক্ষকে আগে থেকেই পরিবারের বংশলতিকার তথ্য দেওয়া থাকলে ক্ষেত্র পরীক্ষণের সময় পরিবারের সদস্যদেরকে সম্পর্কের যোগসূত্র প্রমাণ করতে বেশি কষ্ট করতে হবে না।
- বংশলতিকার বিস্তৃত বিবরণ দাখিলের দ্বারা এভাবে পরীক্ষণকারী আধিকারীকের দল (১) অসত্য দাবীসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন (২) রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন অবৈধ প্রবজনকারীর দ্বারা এই অমূল্য লিগেসি ডাটার অপব্যবহার রোধ করতে পারবেন এবং (৩) পরিবারের সদস্যদের জন্য সম্পর্কের যোগসূত্র প্রমাণের এটি একটি মূল্যবান তথ্য হবে।

বংশলতিকার বিবরণ কিভাবে দেবেন ?

পরীক্ষণকারীর দল বাড়ী বাড়ী গিয়ে আবেদনকারীর পরিবারের বংশলতিকা সংগ্রহ করবেন। এন আর সি কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রস্তুতকৃত এবং বাড়ী বাড়ী বিতরণ করা পরিবারের বংশলতিকা ফর্ম আগে থেকেই পূরণ করে রাখলে জনগণ এবং পরীক্ষণকারী দল উভয়েরই সময়ের সাশ্রয় হবে। এই ফর্মগুলো এন আর সি সেবা কেন্দ্র এবং এন আর সি, অসমের ওয়েবসাইটেও (www.nrcassam.nic.in) পাওয়া যাবে।

বংশলতিকার তালিকা পূরণ করাটা ব্যধ্যতামূলক কি ?

- পরীক্ষণকারী দলকে দেওয়ার জন্য বংশলতিকার এই ফর্ম আগেই পূরণ করে প্রস্তুত করে রাখাটা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু পরীক্ষণকারী দল যখন বাড়ী বাড়ী গিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করবেন, তখন এই তথ্যগুলো পরীক্ষণকারী দলকে জানানো বাধ্যতামূলক।
- **নাগরিকত্ব (নাগরিক পঞ্জীয়ন এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয়পত্র প্রদান) আইন ২০০৩এর ধারা ৮**এর অধীনে পরীক্ষণকারী আধিকারীকদের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যাতে, প্রয়োজনসাপেক্ষে এই আধিকারীকগণ কোন ব্যক্তি থেকে অন্য কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের স্থিতির বিষয়ে তথ্য জানতে চাইলে সেই ব্যক্তি তার জ্ঞাত তথ্য আধিকারীকদের জানাতে বাধ্য থাকবেন। সেক্ষেত্রে, জনগণ পরীক্ষণকারী আধিকারীদের কাছে বংশলতিকা দাখিল করাটা প্রয়োজনীয়।

যদি কোন ব্যক্তি তার বংশের সব সদস্যের নাম এবং ঠিকানা না জানেন তাহলে কি হবে ?

সেক্ষেত্রে আবেদনকারীকে বংশের সেই সদস্যদের বিবরণ জানালেই হবে যাদের বিবরণ তার জ্ঞাত। পরীক্ষণকারী আধিকারীকদের দলকে পরিবারের প্রথম প্রজন্মের নামগুলো বাধ্যতামূলকভাবে নিতে হবে এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের যেসব সদস্যের নাম এবং তাদের বাসস্থানের ঠিকানা জ্ঞাত নয়, তাদের ডাক নাম উল্লেখ করলেই হবে। যদি ডাক নামটিও না জানা থাকে, সেক্ষেত্রে সেই লিগেসি ব্যক্তির কজন সন্তান এবং নাতি-নাতনী আছে বলে জ্ঞাত সেই সংখ্যাটি উল্লেখ করলেই হবে। এক্ষেত্রে ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে 'নাম জ্ঞাত নয়' বলে লিখতে হবে।

পরিবারের বংশলতিকার ফর্ম কিভাবে পূরণ করবেন তার একটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

আসুন, আমরা দেখি চন্দ্র শর্মার কাল্পনিক পরিবার কিভাবে এই বংশলতিকার ফর্ম পূরণ করেছেন।

এই পরিবারটি এন আর সি আবেদনপত্রে ৪ (চার)টি লিগেসির তথ্য দাখিল করা পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ

১. বাড়ীর মুরব্বী মীরা শর্মা তার নিজের লিগেসি তথ্য যেমন - ১৯৬৬ সনের পাসবুক ব্যবহার করেছেন।

২. মীরা শর্মার পুত্র চন্দ্র শর্মা এবং তাদের পুত্র এবং নাতনী স্বর্গীয় জনার্দন শর্মার লিগেসি ডাটা কোড ব্যবহার করেছেন।

৩. পরিবারের বিবাহিতা মহিলা যেমন - চন্দ্র শর্মার পত্নী তরালী শর্মা এবং

৪. উৎপল শর্মার পত্নী মণিষা কলিতা শর্মা তাদের নিজেদের পূর্বপুরুষের সংগে সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন।

এভাবে এই পরিবারটি নিম্নলিখিত ৪ (চার) টি বংশলতিকার ফর্ম পূরণ করবেন ঃ

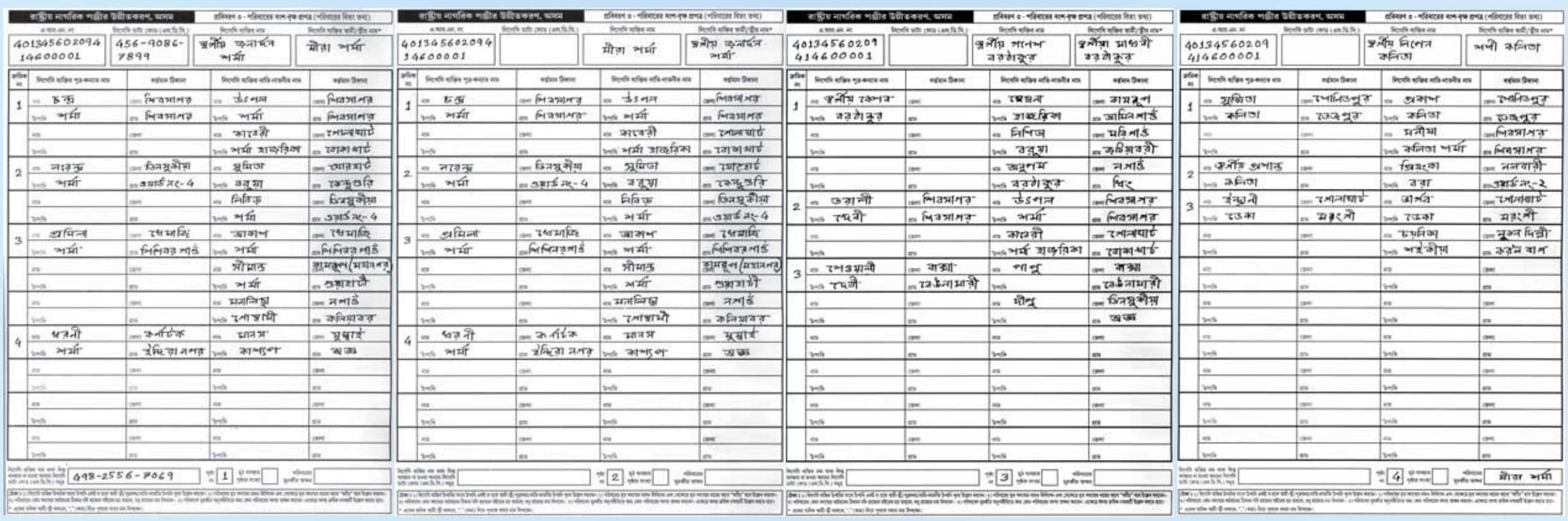

ম্যানুয়েল বংশলতিকার ফর্ম পূরণ করার সময় নিম্নলিখিত তথ্যগুলো মনে রাখবেন ঃ

১. কোন পরিবার যদি ১৯৫১ সনের এন আর সি বা ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চের পূর্বের যে কোন ভোটার তালিকা ছাড়া অন্যান্য গ্রহণযোগ্য নথি ব্যবহার করে থাকেন, সেক্ষেত্রে "লিগেসি ডাটা কোড (এল ডি সি)"র বিপরীতে থাকা জায়গাটি খালী রাখতে হবে।

২. যদি কোন লিগেসি ব্যক্তির এক থেকে অধিক স্বামী বা স্ত্রী থাকে, তাহলে তাদের নাম 'কমা'র দ্বারা পৃথকভাবে লিখতে হবে।

৩. পরিবারের সব মৃত সদস্যের নাম (যদি থাকে) বংশলতিকায় উল্লেখ করতে হবে।

৪. লিগেসি ব্যক্তির সব জ্ঞাত লিগেসি ডাটা কোড (এল ডি সি) বংশলতিকা ফর্মে উল্লেখ করতে হবে যাতে, অন্য এল ডি সিগুলো কোন অসাধু ব্যক্তি অপব্যবহার করতে না পারে।

৫. পরিবারের বিবাহিতা মেয়েদের নামও এখানে উল্লেখ করতে হবে।

৬. পরিবারের বংশলতিকার ফর্ম অসমীয়া / বাংলা / বড়ো / ইংরেজীতে পূরণ করতে পারবেন।

৭. পরিবারের বংশলতিকার বিবরণ পরীক্ষণকারী দলের আধিকারীকদের একবার দেওয়ার পর তা পরিবর্তন করা বা তুলে নেওয়া যাবে না।

নিরপেক্ষ পরীক্ষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা একটি শুদ্ধ রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী প্রকাশ করতে আমরা দায়বদ্ধ। সব পরিবারকেই তাই বংশলতিকার তথ্য জানাতে হবে। এতদ্বারা আমরা নিশ্চিত করছি যে, উন্নীতকৃত রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে কোন বিদেশীর নাম অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং কোন প্রকৃত ভারতীয়র নাম বাদও পরবে না।

বিশদভাবে জানতে এবং সহায়তার জন্য	আমাদের টোল ফ্রী হেল্পলাইন নম্বর ১৫১০৭ (15107)	আমাদের ওয়েবসাইট www.nrcassam.nic.in	রাজ্যিক সমন্বয়ক, রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীয়ন, অসমের দ্বারা জনহিতার্থে প্রচারিত।

nrcassam @NRCupdateAssam দেখুন

Exclusive/NRC/11-2015/28